কালের কণ্ঠ

তারিখ 05 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে পুড়ে যাওয়া সিলেটের জৈন্তাপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র। ছবি : কালের কণ্ঠ

শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বান

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রক্ষায় অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

বিগতবর্ষের শুরুতে নতুন বইয়ের আনন্দে শিক্ষার্থীরা যখন বিভোর, তখন তাদের প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়া হয়েছে। আগুনে পুড়েছে স্কুলের চেয়ার-টেবিল, নতুন বই ও শিক্ষা-উপকরণ। ভোটকেন্দ্র করায় এই নৃশংস শাস্তি দেওয়া হয়েছে বইয়ের মতোই শিশুদের অন্তরে আগলে থাকা স্কুলগুলোকে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল শনিবার এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, নির্বাচন ঠেকানোর নামে ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

EXIM

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রক্ষায় অশুভ শক্তিকে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বিরোধী দল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধারাবাহিক করে দিচ্ছে। সারা দেশে নির্বাচনকেন্দ্র ছিল এমন শতাধিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা গতকাল দুপুর পর্যন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুলগুলোয় আগুন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রক্ষায় অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়ার খবরে গতকাল সারা দিন শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ বিরাজ করে। কখন কোন প্রতিষ্ঠানে আবার আগুন লাগানো হয়—এই আতঙ্কে ছিল তারা। গতকাল রাতেও দেশের অনেক স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। রাজশাহীতে নির্বাচনকেন্দ্র নয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজশাহীর চারঘাটের কাশবিপাড়া নন্দনপাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম জানান, অগ্নিসংযোগ করে তাঁর স্কুলের দুটি কক্ষ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর স্কুল ভোটকেন্দ্র নয়। তবে পাশেই অবস্থিত নন্দনগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ভোটকেন্দ্র। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার কারণে দুটি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পাঠদান এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষোভ : গতকাল মিটো রোডের সরকারি বাড়িতে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, ভোটের এক দিন আগে সারা দেশে প্রায় শতাধিক স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা বোমা মেরে ও পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, গভীর দুঃখ-বেদনা নিয়ে দাঁড়িয়েছি। প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় অচল। বিরোধী দল আন্দোলনের নামে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, যাতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, দেশবাসী এমনকি পশুও নিরাপদ নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তো কোনো দলের নয়, এ গুলো কোনোভাবেই দায়ী নয়। স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন?

মন্ত্রী বলেন, অগ্নিসংযোগকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো শিথিলতা ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখা হবে।